1. মডিউল এবং এর গঠন বিশদ

মডিউল বিশদ	
বিষয় নাম	বাবস্যাহিক শিক্ষা
কোর্সের নাম	বিজনেস স্টাডিজ (একাদশ, সেমিস্টার - 1)
মডিউল নাম / শিরোনাম	প্রাচীন ভারতে বাণিজ্য ও বাণিজ্যের ইতিহাস
মডিউল আইডি	Kebs_10101
পূর্বশর্ত	প্রাচীন ভারতে মৌলিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান
উদ্দেশ্য	এই পাঠের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে, শিক্ষার্থীরা সক্ষম হবেন: 1. ঐতিহাসিক অতীতে বাণিজ্য ও বাণিজ্যের বিকাশের প্রশংসা করা; 2. বাণিজ্য ও বাণিজ্যে দেশীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভূমিকা বোঝা;
কীওয়ার্ড	হুন্ডি, মধ্যস্থতাকারী, বাণিজ্য সম্প্রদায়, প্রাচীন ভারতে বাণিজ্য কেন্দ্র, জগৎ শেঠ, আদিবাসী ব্যাংকিং ব্যবস্থা, বাণিজ্য ও বাণিজ্যের ইতিহাস

2. উন্নয়ন দল

ভূমিকা	নাম	অন্তর্ভুক্তি
জাতীয় এমইউসি সমন্বয়কারী (এনএমসি)	অধ্যাপক অমরেন্দ্র পি। বেহেরা	সিআইইটি, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি
প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর	ডাঃ রেজাউল করিম বারবুইয়া	সিআইইটি, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি
প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর সিসি / পিআই	ডক্টর পুনম ভেরাইয়া	সিআইভিই, আরআইই ক্যাম্পাস, ভোপাল
কোর্স সমন্বয়কারী (সিসি)	নিধি গুসাইন	সিআইইটি, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি
বিষয় বিশেষজ্ঞ (এসএমই)	জনাব সুধীর সাপ্রা শিক্ষা	অধিদপ্তর, দিল্লি সরকার। এনসিটি
পর্যালোচনা দল	মিস. প্রীতি শর্মা	কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, ২৪ নং সেক্টর
প্রযুক্তিগত দল	মিঃ শোবিত সাক্সেনা মিস. খুশবু শর্মা	সিআইইটি, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি সিআইইটি, এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি

সূচীপত্র:

1. পরিচিতি
2. দেশীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা
3. মধ্যস্থতাকারীদের উত্থান
4. পরিবহন
5. ব্যবসায়ীদের সম্প্রদায়
6. বণিক কর্পোরেশন
7. প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র
8. প্রধান রফতানি এবং আমদানি
9. বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতীয় উপমহাদেশের অবস্থান
   (1991 সাল পর্যন্ত 1 এডি)
10. ভারত পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করে
11. সারাংশ

1. পরিচিতি

বাণিজ্য ও বাণিজ্য ইতিহাস :

যে কোনও জমির অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিবর্তন তার শারীরিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। এটি পুরোপুরি ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রে সত্য, যা উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে জলের সীমাবদ্ধ সিল্ক রুটে একত্রিত হওয়া রাস্তার একটি নেটওয়ার্ক এশিয়ার, বিশেষত এবং বিশ্বের সাধারণভাবে, এবং বিদেশের সাম্রাজ্যগুলির সাথে বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করেছিল। সামুদ্রিক রুটগুলি পূর্ব এবং পশ্চিমকে সমুদ্রের সাথে সংযুক্ত করেছিল এবং মশালার ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহৃত হত এবং এটি 'মশলা রুট' নামে পরিচিত। এই পথগুলির মাধ্যমে ধন প্রবাহের কারণে, প্রধান রাজ্যগুলি, গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি এবং শ্লিপ প্লেটগুলি সমৃদ্ধ হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ প্রাচীন ভারতে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অগ্রগতি আরও সহজতর হয়েছিল।

প্রাচীন যুগে ভারতকে অর্থনৈতিক বিশ্বে একটি বড় অভিনেতা হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাণিজ্য ও বাণিজ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ প্রমাণ করেছে যে বাণিজ্য ও বাণিজ্য ছিল জল এবং স্থল দ্বারা পরিচালিত প্রাচীন ভারতের অর্থনীতির মূল অবস্থান। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর মতো বাণিজ্যিক শহরগুলি তৃতীয় সহস্রাব্দ বি.সি. তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

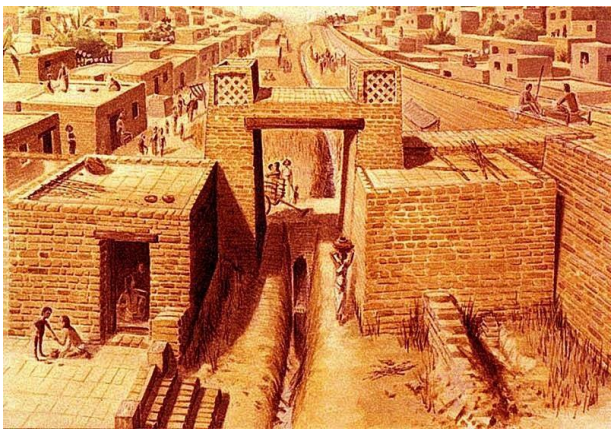

Harappa

উৎস: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harappa.jpg

Mohenjodaro

উৎস:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohenjodaro_view_of_the_stupa_mound.JPG

সভ্যতা মেসোপটেমিয়ার সাথে বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপন করেছিল এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, রঙিন রত্নপাথর, জপমালা, মুক্তো, সামুদ্রিক শাঁস, পোড়ামাটির হাঁড়িগুলিতে ব্যবসা করত।

এই সময়টি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক কার্যক্রম এবং নগর উন্নয়নের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। প্রাচীন সময়কালে রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং সামরিক সুরক্ষা ভারতীয় উপমহাদেশের বেশিরভাগকে একত্রিত করেছিল এবং বাণিজ্য বিধিগুলি সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। বিভিন্ন ধরণের মুদ্রা এবং ওজন অনুশীলন ছিল যা নগদ পরিবর্তকদের সহায়তায় এবং নির্দিষ্টভাবে গৃহীত কিছু সাধারণ ওজন এবং ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় পরিবর্তিত হত।

২. দেশীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা :
অর্থনৈতিক জীবনের অগ্রগতির সাথে সাথে ধাতুগুলি তার স্থায়িত্ব এবং বিভাজ্যতার কারণে অর্থ হিসাবে অন্যান্য পণ্যগুলির পরিপূরক করতে শুরু করে। অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে পরিবেশন হিসাবে, ধাতব অর্থের প্রবর্তন এবং

এর ব্যবহার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে ত্বরান্বিত করে। হুন্ডি এবং চিঠির মতো নথিগুলি লেনদেন পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হত যেখানে অর্থ হাত থেকে অন্য হাতে চলে যেত।
হুন্ডি বিনিময়ের একটি সরঞ্জাম হিসাবে, যা উপমহাদেশে বিশিষ্ট ছিল।

এটিতে একটি চুক্তি জড়িত -

(i)অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়, যে প্রতিশ্রুতি বা আদেশ হয়
শর্তহীন

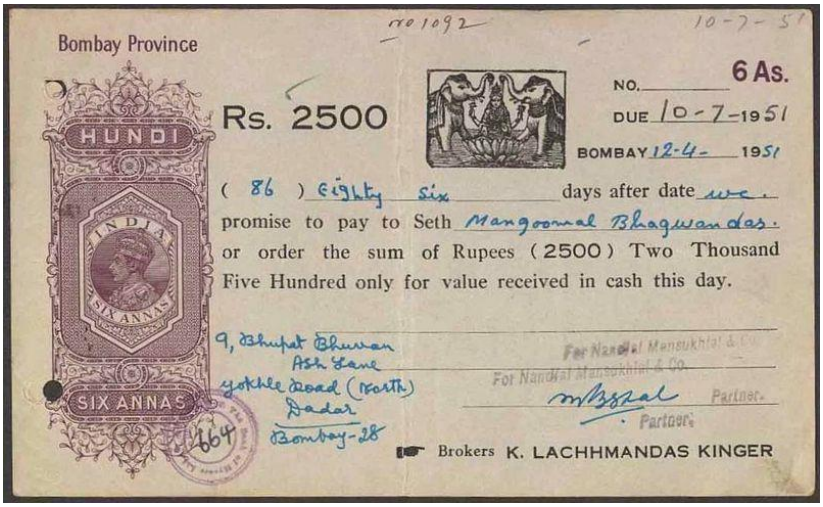

হুন্ডি

উৎস: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1951_Bombay_Province_Rs_2500_Hundi.jpg

নীচে বর্ণিত দর্শনী ও মুদ্দাতির অধীনে বিভিন্ন ধরণের হুন্ডি বিস্তৃতভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে:

হুন্ডি যেমন ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় অনুশীলন করে		
হুন্ডির নাম	বিস্তৃত শ্রেণিবিন্যাস	হুন্ডির কার্যাবলী
ধনী যোগ	দরসোনি	যে কোনও ব্যক্তির জন্য প্রদেয় - কে কী অর্থ প্রদান করেছে তার দায়বদ্ধতা নেই
সাহ-যোগ	দরসোনি	নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট প্রদেয়, সম্মানিত কেউ। কারা পেমেন্ট পেয়েছে তার দায়বদ্ধতা।

ফরমন যোগ	দরসোনি	হুন্ডি অর্ডার দিতে প্রাপ্য হয়েছে
দেখান যোগ	দরসোনি	উপস্থাপক বা ধারককে প্রদানযোগ্য
ধনী যোগ	মেয়াদ	যে কোনও ব্যক্তির জন্য প্রদেয় - কে পেমেন্ট পেয়েছে তার কোনও দায়বদ্ধতা নয়, তবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে অর্থ প্রদান।
ফরমন যোগ	মেয়াদ	হুন্ডি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ অনুসরণ করে অর্ডার প্রদানযোগ্য হয়
জোকমি	মেয়াদ	প্রেরিত পণ্য বিরুদ্ধে আঁকা। যদি ট্রানজিটে পণ্যগুলি হারিয়ে যায় তবে ড্রয়ার বা ধারকটির দাম বহন করে এবং ড্রয়ীর কোনও দায় বহন করে না।

দেশীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা অর্থ প্রদান এবং মুদ্রা ও পত্রের মাধ্যমে দেশী-বিদেশী বাণিজ্যকে অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
ব্যাংকিংয়ের বিকাশের সাথে সাথে লোকেরা দানকারী ব্যক্তিদের সাথে ব্যাংকার বা শেঠ হিসাবে কাজ করে মূল্যবান ধাতু জমা করতে শুরু করে এবং আরও বেশি পণ্য উৎপাদনের মাধ্যম দিয়ে অর্থ উপাদনকারীদের সরবরাহের জন্য অর্থ হয়ে যায়।
কর্মশালা (করখানা) বিশিষ্ট ছিল যেখানে দক্ষ কারিগররা কাজ করত এবং কাঁচামালগুলি তৈরি পণ্যগুলিতে রূপান্তর করত যেগুলির চাহিদা ছিল বেশি। পরিবার-ভিত্তিক শিক্ষানবিশ ব্যবস্থাটি অনুশীলনে ছিল এবং যথাযথভাবে বাণিজ্য-নির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিল। বিভিন্ন ধরণের কারিগর, কারিগর এবং দক্ষ শ্রমিকরা শিখেছিলেন এবং দক্ষতা এবং জ্ঞান বিকাশ করেছেন, যা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে চলে গিয়েছিল।

3. মধ্যস্থতাকারীদের উত্থান :

মধ্যস্থতাকারীরা বাণিজ্যের প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। তারা জড়িত ঝুঁকিগুলির জন্য বিশেষত বিদেশী বাণিজ্যের জন্য দায়বদ্ধ হয়ে নির্মাতাদের যথেষ্ট আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করেছিল।

এতে কমিশন এজেন্ট, দালাল এবং বিতরণকারী উভয়ই পাইকারি ও খুচরা সামগ্রীর জন্য রয়েছে। একটি বিস্তৃত বাণিজ্য এশিয়ায় বিপুল পরিমাণ রৌপ্য বুলেট নিয়ে এসেছিল এবং এই বিলিয়নের একটি বড় অংশ ভারতের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। মোঘল আমলে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিনগুলিতে জগৎ শেঠগুলির সংস্থাটিও ব্যাপক প্রভাব ও বিকাশ ঘটায়। ব্যাংকাররা এন্ডোমেন্টগুলির ট্রাস্টি এবং এক্সিকিউটর হিসাবে কাজ শুরু করেন। বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছিল ঋণ। তবে এতে জড়িত বিপদের ঝুঁকিকে সামনে রেখে দীর্ঘ ভ্রমণে সুদের হার বেশি রাখা হয়েছিল। ধার লেনদেনের উত্থান এবং ঋণ এবং অগ্রিমের প্রাপ্যতা বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপকে উন্নত করে।

ভারতীয় উপমহাদেশটি বাণিজ্যের অনুকূল ভারসাম্যের ফল উপভোগ করেছে, যেখানে রফতানির পরিমাণ বড় মার্জিনের সাথে আমদানি ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং দেশীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং বিকাশের জন্য অতিরিক্ত মূলধন তহবিল প্রস্তুতকারী, ব্যবসায়ী এবং বণিকদের উপকৃত করেছিল। বাণিজ্যিক ও শ্লিপ ব্যাংকগুলি পরবর্তীতে কৃষিবিদদের অর্থায়নের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী উভয় ঋণ প্রদানের জন্য বাণিজ্য ও বাণিজ্য এবং কৃষি ব্যাংকগুলির অর্থায়নে রূপান্তরিত হয়েছিল।

4. পরিবহন :

প্রাচীনকালে জমি ও জলের মাধ্যমে পরিবহন জনপ্রিয় ছিল। বাণিজ্য স্থল এবং সমুদ্র উভয়ই বজায় রেখেছিল। যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে রাস্তাগুলি প্রবৃদ্ধির পুরো প্রক্রিয়াতে বিশেষত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং জমির উপর বাণিজ্যের জন্য মূল গুরুত্ব গ্রহণ করেছিল। উত্তর রোডওয়ে রুটটি মূলত বঙ্গদেশ থেকে ট্যাক্সিলা পর্যন্ত প্রসারিত বলে বিশ্বাস করা হয়। পূর্ব ও পশ্চিমে দক্ষিণে বিস্তৃত বাণিজ্য পথও ছিল। বাণিজ্য রুটগুলি কাঠামোগতভাবে প্রশস্ত এবং গতি এবং সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত ছিল।
সামুদ্রিক বাণিজ্য বৈশ্বিক বাণিজ্য নেটওয়ার্কের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা ছিল। মালবার উপকূল, যেখানে মুজিরিস অবস্থিত, আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক ব্যবসায়ের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে রোমান সাম্রাজ্যের যুগে ফিরে। গোলমরিচ বিশেষত রোমান সাম্রাজ্যে মূল্যবান ছিল এবং এটি 'ব্ল্যাক সোনার' নামে পরিচিত ছিল। কয়েক শতাব্দী ধরে, এটি বিভিন্ন বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য এবং বাণিজ্য শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং দ্বীপের কারণ হিসাবে এই বাণিজ্যের পথে প্রবেশ করত। 15 ম শতাব্দীর শেষের বছরগুলিতে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল এবং 1498-এ ভাস্কো দা গামাকে মালবার উপকূলে নিয়ে এসেছিল মশলার জন্য এটি ভারতে যাওয়ার বিকল্প পথের সন্ধানে। ক্যালিকট এমন এক উদ্বেগজনক এম্পোরিয়াম ছিল যে এমনকি চীনা জাহাজগুলি এমনকি মধ্য প্রাচ্যের খাঁটি (প্রয়োজনীয় তেল) এবং মেরির (সুগন্ধি, ওষুধে ব্যবহৃত সুগন্ধী রজন), পাশাপাশি মরিচ, হিরে, মুক্তো এবং আইটেম সংগ্রহ করার জন্য এটি দর্শন করত

ভারত থেকে সুতি করোম্যান্ডেল উপকূলে, পুলিক্যাট 17 তম শতাব্দীতে একটি প্রধান বন্দর ছিল। ক্যালিকো স্টাইলগুলি পুলিক্যাট থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রধান রফতানি হয়েছিল।

৫. ব্যবসায়ীদের সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করা :

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন সম্প্রদায় বাণিজ্যকে প্রাধান্য দেয়। পাঞ্জাবি এবং মুলতানি বণিকরা উত্তর অঞ্চলে ব্যবসা পরিচালনা করেছিল, এবং ভাটরা গুজরাট এবং রাজস্থান রাজ্যে বাণিজ্য পরিচালনা করেছিলেন। পশ্চিম ভারতে এই দলগুলিকে মহাজন বলা হত, চাট হলেন দক্ষিণের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী। শহুরে কেন্দ্রগুলিতে, যেমন আহমেদাবাদ মহাজন সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে তাদের প্রধান হিসাবে পরিচিত যার নাম নগরীশেথ। অন্যান্য নগর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পেশাদার শ্রেণি যেমন হাকিম এবং বৈদ (চিকিৎসক), ওয়াকিল (আইনজীবী), পন্ডিত বা মুল্লা (শিক্ষক), চিত্রশিল্পী, সংগীতজ্ঞ, কলিগ্রাফার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

6. বণিক কর্পোরেশন :

বণিক সম্প্রদায় গিল্ডগুলি থেকে শক্তি এবং প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল, যা
ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গঠিত স্বায়ত্তশাসিত কর্পোরেশন ছিল। এই কর্পোরেশনগুলি, আনুষ্ঠানিক ভিত্তিতে সংগঠিত, সদস্যপদ এবং পেশাদার আচরণবিধি তাদের নিজস্ব বিধি তৈরি করে, যা এমনকি রাজাদেরও মেনে নেওয়া এবং সম্মান করার কথা ছিল। বাণিজ্য ও স্লিপ করগুলিও উপার্জনের একটি প্রধান উৎস ছিল। ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন হারে আমদানিকৃত নিবন্ধগুলির বেশিরভাগ আমদানি করা শুল্ক দিতে হত। এগুলি নগদ বা কোন প্রকারে দেওয়া হত। পণ্য অনুসারে শুল্ক শুল্ক পরিবর্তিত হয়। শুল্ক প্রদেশ থেকে প্রদেশে পরিবর্তিত হয়। ফেরি কর ছিল আয়ের উৎসের আরেকটি উৎস। এটি যাত্রী, পণ্য, গবাদি পশু এবং গাড়ীর জন্য দিতে হয়েছিল। শ্রম কর প্রাপ্তির অধিকার সাধারণত স্থানীয় সংস্থায় স্থানান্তরিত হয়।
গিল্ড চিফ সরাসরি রাজা বা কর আদায়কারীদের সাথে ডিল করেন এবং তার সহযোগী বণিকদের পক্ষে একটি নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মার্কেট টোল নিষ্পত্তি করেন। গিল্ড ব্যবসায়ীরা ধর্মীয় স্বার্থের রক্ষাকারী হিসাবেও কাজ করেছিলেন। তারা মন্দির তৈরির কাজ হাতে নিয়েছিল এবং তাদের সদস্যদের উপর কর্পোরেট ট্যাক্স আদায় করে অনুদান দিয়েছিল। বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ, তাই, বড় বণিকদের সমাজে ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম করে।

7. প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র :

এখানে সমস্ত ধরণের শহর ছিল — বন্দর শহরগুলি, উৎপাদন শহরগুলি, বণিক শহরগুলি, পবিত্র কেন্দ্রগুলি এবং তীর্থযাত্রার শহরগুলি। তাদের অস্তিত্ব বণিক সম্প্রদায় এবং পেশাদার শ্রেণীর সমৃদ্ধির একটি সূচক।

নিম্নলিখিতগুলি প্রাচীন ভারতের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি ছিল:

1. পাটলিপুত্র: আজ পাটনা নামে পরিচিত। এটি কেবল বাণিজ্যিক শহরই নয়, পাথর রফতানির একটি প্রধান কেন্দ্রও ছিল।

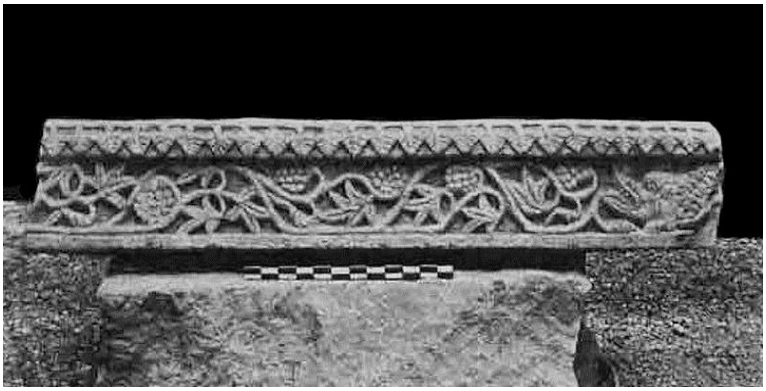

উৎস:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pataliputra_Kumrahar_coping_stone_with_vines.jpg

২. পেশোয়ার: এটি উলের এবং ঘোড়া আমদানির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রফতানি ক্লেদ্র ছিল। ভারত, চীন এবং রোমের মধ্যকার প্রথম লেনদেনের এডি-তে বাণিজ্যিক লেনদেনে এর বিশাল অংশ ছিল।

৩. তাকখশিলা: এটি ভারত ও মধ্য এশিয়ার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থলপথে একটি প্রধান ক্লেদ্র হিসাবে কাজ করেছিল। এটি আর্থিক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির একটি শহরও ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষার ক্লেদ্র হিসাবে এই শহরটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। বিখ্যাত তাকখিলা বিশ্ববিদ্যালয় এখানে সমৃদ্ধ হয়েছিল।

উৎস: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taxila_Remains_of_ancient_times.JPG

৪. ইন্দ্রপ্রস্থ: এটি রাজপথের বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল যেখানে বেশিরভাগ রুট পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ এবং উত্তরকে রূপান্তরিত করে।

৫. মথুরা: এটি ছিল ব্যবসায়ের একটি আম্পোরিয়াম এবং এখানকার লোকেরা বাণিজ্যে যোগ দিত। দক্ষিণ ভারত থেকে বহু রুট মথুরা এবং ব্রোচকে স্পর্শ করেছিল।

6. বারাণসী: এটি গ্যাঙ্গিক পথে এবং হাইওয়েতে উত্তর পূর্বকে পূর্বের সাথে সংযুক্ত করার কারণে এটি বেশ ভালভাবে স্থাপন করা হয়েছিল। এটি টেক্সটাইল শিল্পের একটি প্রধান ক্লেদ্র হিসাবে বেড়েছে এবং সুন্দর সোনার রেশম কাপড় এবং চন্দন কাঠের কারুকাজের জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠে। ট্যাক্সিলা এবং ভরুচের সাথে এর যোগাযোগ ছিল।

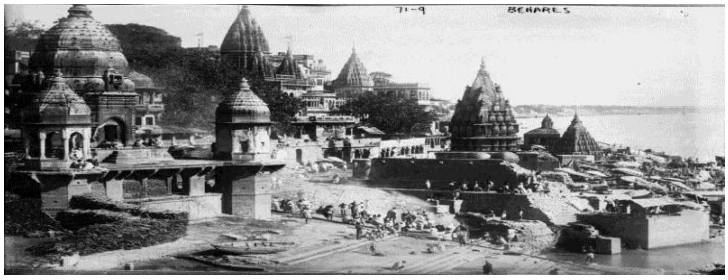

উৎস: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benares_(Varanasi,_India)_-_1922.jpg

1. মিথিলা: মিথিলার ব্যবসায়ীরা নৌকায় দিয়ে বঙ্গোপসাগর হয়ে দক্ষিণ চীন সাগরে সমুদ্র পার হয়ে জাভা, সুমাত্রা এবং বোর্নিও দ্বীপের বন্দরে বাণিজ্য করত। মিথিলা দক্ষিণ চীন, বিশেষত ইউনানে ট্রেডিং কলোনি স্থাপন করেছিল।

৮. উজ্জয়েন: উজয়াইন থেকে আগাটেট, কার্নেলিয়ান, মসলিন এবং ম্যালো কাপড় বিভিন্ন কেন্দ্রের রফতানি করা হত। ট্যাক্সিলা এবং পেশোয়ারের সাথে স্থলপথের মাধ্যমেও এর বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।

৯. সুরত: এটি ছিল মুঘল আমলে পশ্চিমা বাণিজ্যের সম্রাজ্য। সুরতের টেক্সটাইলগুলি তাদের সোনার সীমানা (জারি) জন্য বিখ্যাত ছিল। এটি লক্ষণীয় যে মিশর এবং ইরানের দূরবর্তী বাজারগুলিতে সুরত হুন্ডি সম্মানিত হয়েছিল।

উৎস: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:General_View_of_Surat_India_in_1900.jpg

১০. কাঞ্চি: আজ কাঁচিপুরম নামে পরিচিত, এখানেই চীনারা বিদেশী জাহাজে মুক্তো, কাঁচ এবং বিরল পাথর কিনতে আসত এবং এর বিনিময়ে তারা স্বর্ণ ও রেশম বিক্রি করত।

১১. মাদুরা: এটি প্লাডাদের রাজধানী ছিল যিনি মান্নার উপসাগরের মুক্তো ফিশারি নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। বিদেশী বাণিজ্য পরিচালনার জন্য এটি বিদেশী বণিকদের বিশেষত রোমানদের আকর্ষণ করেছিল

১২. ব্রোচ: এটি পশ্চিম ভারতের বাণিজ্যের বৃহত্তম আসন ছিল। এটি নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল এবং রোডওয়ে দ্বারা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মার্টের সাথে সংযুক্ত ছিল।

১৩. কাবেরিপট্ট: কাবেরীপট্টনাম নামেও পরিচিত, এটি শহর হিসাবে এটি নির্মাণে বৈজ্ঞানিক ছিল এবং এটি পণ্যদ্রব্য লোডিং, আনলোডিং এবং শক্তিশালী সুবিধা সরবরাহ করে। এই শহরে বিদেশী ব্যবসায়ীদের সদর দফতর ছিল। এটি মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন এবং সুদূর পূর্বের সাথে বাণিজ্যের জন্য একটি সুবিধাজনক জায়গা ছিল। এটি সুগন্ধি, প্রসাধনী, সুগন্ধি, রেশম, উল, তুলা, প্রবাল, মুক্তো, স্বর্ণ এবং মূল্যবান পাথরের ব্যবসায়ের ক্লেদ্র ছিল; এবং জাহাজ নির্মাণের জন্য।

7. তাম্রলিপ্তি: এটি সমুদ্র ও স্থল উভয় দিয়ে পশ্চিম এবং পূর্ব প্রাচ্যের সাথে সংযুক্ত একটি বৃহত্তম বন্দর ছিল। এটি সড়ক পথে বনরস এবং ট্যাক্সিলার সাথে যুক্ত ছিল।

৮. প্রধান রফতানি এবং আমদানি:

রফতানিতে মশলা, গম, চিনি, নীল, আফিম, তিলের তেল, তুলা, তোতা, জীবিত প্রাণী এবং প্রাণিজজাতীয় পণ্য ides আড়াল, ত্বক, ফারস, শিং, কচ্ছপের শাঁস, মুক্তো, নীলকান্তমণি, কোয়ার্টজ, স্ফটিক, লাপিস, লেজুলি, গ্রানাইটের সমন্বয়ে রফতানি রয়েছে , ফিরোজা এবং তামা ইত্যাদি
আমদানিতে ঘোড়া, পশুর পণ্য, চাইনিজ সিল্ক, শণ ও লিনেন, ওয়াইন, সোনা, রূপা, টিন, তামা, সিসা, রুবি, প্রবাল, কাচ, অ্যাম্বার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৯. বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতীয় উপমহাদেশের অবস্থান (১৯৯১ সাল পর্যন্ত 1 এডি):

খ্রিস্টীয় 1 ম এবং 7 ম শতাব্দীর মধ্যে, ভারতে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি রয়েছে বলে ধারণা করা হয়, বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ এবং বিশ্বের চতুর্থাংশের এক-চতুর্থাংশ নিয়ন্ত্রণ করে (টাইমলাইন)। মেগাস্থিনিস, ফ্যাক্সিয়ান (ফা হিয়েন), জুয়ানজ্যাং (হুয়েন সাং), আ.ল. বেরুনি (একাদশ শতাব্দী), ইবনে বতুতা (একাদশ শতাব্দী) এর মতো অনেক ভ্রমণকারীদের লেখায় এই দেশকে প্রায়শই

'স্বরণভূমি' এবং 'স্বর্ণদ্বীপ' বলা হত , ফরাসী ফ্রাঙ্কেকাইস (17 শতক) এবং অন্যান্য। তারা বারবার দেশের সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে।

ভারতীয় ইতিহাসে প্রাক-ialপনিবেশিক সময়টি ছিল ভারতীয় অর্থনীতির সমৃদ্ধির যুগ এবং ইউরোপীয়দের আবিষ্কারের দুর্দান্ত যাত্রা শুরু করেছিল। প্রথমদিকে, তারা লুণ্ঠন করতে এসেছিল কিন্তু শীঘ্রই স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে ব্যবসায়ের পুরষ্কারগুলি উপলব্ধি করেছিল। ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক ক্ষেত্র সত্ত্বেও, এটি স্পষ্ট যে 18 তম শতাব্দী ভারত প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং ধারণাগুলিতে পশ্চিমা ইউরোপের চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণের ফলে স্বাধীনতার অভাব এবং কৃষি ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ঘটেনি, জনসাধারণের কাছে শিক্ষার সীমাবদ্ধতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ম্যানুয়াল দক্ষতার তুলনায় মেশিনের অগ্রাধিকার ভারতকে এমন একটি দেশ হিসাবে গড়ে তুলেছিল যা সমৃদ্ধ ছিল কিন্তু মানুষের সাথে দরিদ্র ছিল।
১৮ শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতে শিকড় সংগ্রহ করতে শুরু করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় কাঁচামাল, মশলা এবং পণ্য ক্রয়ের জন্য তার বিধি অনুসারে প্রদেশগুলি থেকে প্রাপ্ত রাজস্বকে ব্যবহার করেছিল। সুতরাং, বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে আগত বুলেটের ধারাবাহিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেল। এটি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রফতানিকারক থেকে কাঁচামাল রফতানিকারক এবং উপাদিত পণ্য ক্রেতার কাছে ভারতীয় অর্থনীতির অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়।

১০. ভারত পুনরায় শিল্পায়ন শুরু করে:

স্বাধীনতার পর অর্থনীতির পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ভারত কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার দিকে এগিয়ে যায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৫২ সালে বাস্তবায়িত হয়েছিল। আধুনিক শিল্প, আধুনিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, স্থান ও পারমাণবিক কর্মসূচি প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতীয় অর্থনীতি দ্রুত গতিতে বিকাশ করতে পারেনি। মূলধন গঠনের অভাব, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রতিরক্ষা ব্যয় ও অপর্যাপ্ত অবকাঠামোতে বিশাল ব্যয় এই প্রধান কারণ ছিল। ফলস্বরূপ, ভারত বিদেশী উৎস থেকে নেওয়ার উপর প্রচুর নির্ভর করেছিল এবং অবশেষে, ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক উদারকরণে রাজি হয়েছিল।
ভারতীয় অর্থনীতি আজ বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির একটি এবং পছন্দের এফডিআই গন্তব্য। ক্রমবর্ধমান আয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগের সুযোগ, বাড়তি অভ্যন্তরীণ খরচ এবং কম বয়সী জনগণ আগামী কয়েক দশক ধরে বৃদ্ধি নিশ্চিত করে। উচ্চ প্রবৃদ্ধি খাতগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে, যা সম্ভবত বিশ্বজুড়ে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে পারে এবং ভারত সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগ যেমন 'মেক ইন ইন্ডিয়া', দক্ষ ভারত ',' ডিজিটাল ইন্ডিয়া 'এবং বিদেশের বাইরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বাণিজ্য নীতি (এফটিপি 2015-20) রফতানি এবং আমদানি এবং বাণিজ্য ভারসাম্যের ক্ষেত্রে অর্থনীতিকে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
“বি.আর. টমলিসন ”, ভারতীয় উদ্যোক্তারা ১৮৫০ সালের পরে নিজস্ব আধুনিক টেক্সটাইল মিলগুলি প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে দেশীয় বাজার পুনরায় দখল করতে শুরু করে। 1896-এ, ভারতীয় মিলগুলি ভারতে ব্যবহৃত মোট কাপড়ের 8% সরবরাহ করেছিল, 1913 সালে 20%, 1936 সালে 62% এবং 1945 সালে 76%% সরবরাহ করেছিল। সুতরাং, 1913-38 সালে ভারতের উপাদন উপাদন প্রতি বছর 5.6% বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা উপরে ছিল বিশ্বের গড় 3.3%। ব্রিটিশ সরকার, অবশেষে 1920 এর দশক থেকে শুল্ক সুরক্ষা সরবরাহ করেছিল, যা শিল্পপতিদের প্রসারিত এবং বৈচিত্র্যে সহায়তা করেছিল। 1947 সালে স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত, ভারতীয় উদ্যোক্তারা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন এবং ব্রিটিশদের বিদায় দেওয়ার ব্যবসায়ের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। ভারতের জিডিপিতে শিল্পের অংশীদারি দ্বিগুণ হয়ে 1947 সালে 3.18% থেকে বেড়ে 7.5% হয়েছিল এবং রফতানির ক্ষেত্রে উপাদনকারীদের অংশ 1913 এবং 1947 সালে যথাক্রমে ২২.৪% থেকে বেড়ে ৩০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।
সূত্র: বি.আর. টমলিসন, দ্য ইকোনমি অব মডার্ন ইন্ডিয়া 1870-1970, দ্য নিউ ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, খণ্ড 3.3। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, 1996.

11. সারাংশ :

প্রাচীন যুগে ভারতকে অর্থনৈতিক বিশ্বে একটি বড় অভিনেতা হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাণিজ্য ও বাণিজ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ প্রমাণ করেছে যে বাণিজ্য ও বাণিজ্য ছিল জল এবং স্থল দ্বারা পরিচালিত প্রাচীন ভারতের অর্থনীতির মূল অবস্থান। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর মতো বাণিজ্যিক শহরগুলি তৃতীয় সহস্রাব্দ বি.সি. তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
এই সময়টি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক কার্যক্রম এবং নগর উন্নয়নের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। দেশীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা অর্থ প্রদান এবং মুদ্রা ও পত্রের মাধ্যমে দেশী-বিদেশী বাণিজ্যকে অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মধ্যস্থতাকারীরা বাণিজ্যের প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। তারা জড়িত ঝুঁকিগুলির জন্য বিশেষত বিদেশী বাণিজ্যের জন্য দায়বদ্ধ হয়ে নির্মাতাদের যথেষ্ট আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করেছিল।

এতে কমিশন এজেন্ট, দালাল এবং বিতরণকারী উভয়ই পাইকারি ও খুচরা সামগ্রীর জন্য রয়েছে। একটি বিস্তৃত বাণিজ্য এশিয়ায় বিপুল পরিমাণ রৌপ্য বুলেট নিয়ে এসেছিল এবং এই বিলিয়নের একটি বড় অংশ ভারতের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল।

প্রাচীনকালে জমি ও জলের মাধ্যমে পরিবহন জনপ্রিয় ছিল। বাণিজ্য স্থল এবং সমুদ্র উভয়ই বজায় রেখেছিল। যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে রাস্তাগুলি প্রবৃদ্ধির পুরো প্রক্রিয়াতে বিশেষত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং জমির উপর বাণিজ্যের জন্য মূল গুরুত্ব গ্রহণ করেছিল। উত্তর রোডওয়ে রুটটি মূলত বঙ্গদেশ থেকে ট্যাক্সিলা পর্যন্ত প্রসারিত বলে বিশ্বাস করা হয়।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন সম্প্রদায় বাণিজ্যকে প্রাধান্য দেয়। পাঞ্জাবি এবং মুলতানি বণিকরা উত্তর অঞ্চলে ব্যবসা পরিচালনা করেছিল, এবং ভাটরা গুজরাট এবং রাজস্থান রাজ্যে বাণিজ্য পরিচালনা করেছিলেন। পশ্চিম ভারতে এই দলগুলিকে মহাজন বলা হত, চাট হলেন দক্ষিণের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী। শহুরে কেন্দ্রগুলিতে, যেমন আহমেদাবাদ মহাজন সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে তাদের প্রধান

হিসাবে পরিচিত যার নাম নগরীশেথ। অন্যান্য নগর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পেশাদার শ্রেণি যেমন হাকিম এবং বৈদ (চিকিৎসক), ওয়াকিল (আইনজীবী), পন্ডিত বা মুল্লা (শিক্ষক), চিত্রশিল্পী, সংগীতজ্ঞ, কলিগ্রাফার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল |

বণিক সম্প্রদায় গিল্ডগুলি থেকে শক্তি এবং প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল, যা
ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গঠিত স্বায়ত্তশাসিত কর্পোরেশন ছিল। এই কর্পোরেশনগুলি, আনুষ্ঠানিক ভিত্তিতে সংগঠিত, সদস্যপদ এবং পেশাদার আচরণবিধি তাদের নিজস্ব বিধি তৈরি করে, যা এমনকি রাজাদেরও মেনে নেওয়া এবং সম্মান করার কথা ছিল।

এখানে সমস্ত ধরণের শহর ছিল — বন্দর শহরগুলি, উপাদন শহরগুলি, বণিক শহরগুলি, পবিত্র কেন্দ্রগুলি এবং তীর্থযাত্রার শহরগুলি। তাদের অস্তিত্ব বণিক সম্প্রদায় এবং পেশাদার শ্রেণীর সমৃদ্ধির একটি সূচক।
পাটলিপুত্র, তক্ষশিলা, ইন্দ্রপ্রস্থ, মথুরা, বারাণসী, মিথিলা, উজ্জয়েন, সুরত, কাঞ্চি, মাদুরা, বেরাচ, কাবেরিপট্ট, তাম্রলিপ্তি প্রাচীন ভারতের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল।

রফতানিতে মশলা, গম, চিনি, নীল, আফিম, তিল তেল, তুলা, তোতা, জীবন্ত প্রাণী এবং প্রাণিজজাতীয় পণ্য — আড়াল, চামড়া, ফারস, শিং, কচ্ছপের শাঁস, মুক্তো, নীলকান্তমণি, কোয়ার্টজ, স্ফটিক, লাপিস, লাজুলি, গ্রানাইটের সমন্বয়ে রফতানি রয়েছে , ফিরোজা এবং তামা ইত্যাদি
আমদানিতে ঘোড়া, পশুর পণ্য, চাইনিজ সিল্ক, শণ ও লিনেন, ওয়াইন, সোনা, রূপা, টিন, তামা, সিসা, রুবি, প্রবাল, কাঁচ, অ্যাম্বার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল ভারতীয় ইতিহাসে প্রাক পনিবেশিক সময়টি ছিল ভারতীয় অর্থনীতির সমৃদ্ধির যুগ এবং ইউরোপীয়দের আবিষ্কারের দুর্দান্ত যাত্রা শুরু করেছিল। প্রথমদিকে, তারা লুন্ঠন করতে এসেছিল কিন্তু শীঘ্রই স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে ব্যবসায়ের পুরষ্কারগুলি উপলব্ধি করেছিল।
১৮ শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতে শিকড় সংগ্রহ করতে শুরু করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কম্বেনার তার নিয়মের অধীনে প্রদেশগুলির দ্বারা উপাদিত রাজস্ব ভারতীয় কাঁচামাল, মশলা এবং পণ্য ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করত। সুতরাং, বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে আগত বুলেটের ধারাবাহিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেল। এটি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রফতানিকারক থেকে কাঁচামাল রফতানিকারক এবং উপাদিত পণ্য ক্রেতার কাছে ভারতীয় অর্থনীতির অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়।
ভারতীয় অর্থনীতি আজ বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির একটি এবং পছন্দের এফডিআই গন্তব্য। ক্রমবর্ধমান আয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগের সুযোগ, বাড়তি অভ্যন্তরীণ খরচ এবং কম বয়সী জনগণ আগামী কয়েক দশক ধরে বৃদ্ধি নিশ্চিত করে।
উচ্চ প্রবৃদ্ধি খাতগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে, যা সম্ভবত বিশ্বজুড়ে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে পারে এবং ভারত সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগ যেমন 'মেক ইন ইন্ডিয়া', দক্ষ ভারত ',' ডিজিটাল ইন্ডিয়া 'এবং বিদেশের বাইরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বাণিজ্য নীতি (এফটিপি 2015-20) রফতানি এবং আমদানি এবং বাণিজ্য ভারসাম্যের ক্ষেত্রে অর্থনীতিকে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।